প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের মতবিনিময়

নর্থ সাউথের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সুনাম ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকেরা পারস্পরিক মতবিনিময় করে এ লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনো ছাত্র বা শিক্ষক অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অপরাধীদের পাশে দাঁড়াবে না।

গত শুক্র ও শনিবার অভিভাবকদের ডেকে এ কথা জানিয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ সময় বিশ্বরিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য আতিকুল ইসলামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সভা পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন আবদুর রউফ। সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষকের নাম আসায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সভার আয়োজন করে।

সভায় উপস্থিত একজন অভিভাবক জানান, গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর দেখে তিনি উদ্বিগ্ন। তাঁর মতো অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যেন ওই বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়ার চেয়ে উগ্রবাদী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। সভা সূত্র জানায়, অভিভাবকদের কেউ কেউ গণমাধ্যমে অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, উগ্রবাদিতার সঙ্গে যাঁদের নাম আসছে, তাঁদের প্রায় সবাই. সাবেক বা অনিয়মিত শিক্ষার্থী। এর সব দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে।

জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া, গবেষণা, পরীক্ষার ফল, চাকরি, নৈতিকতার চর্চাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। অভিভাবকদের কয়েকজন বলেছেন, নর্থ সাউথ এখন জাতীয় সম্পদ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ হাজার শিক্ষার্থী ও ৪৪ হাজার অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়টি রক্ষা করবেন।

উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমস্যা থাকলে তা সমাধান করা হবে। চার দশক বিদেশে অধ্যাপনা করে তিনি দেশে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েছেন। এখানে ভালো কিছু করতে চান, লেখাপড়া ও গবেষণায় উন্নতির যে ধারা, সেটি এগিয়ে নিতে চান।